বধূবরণ

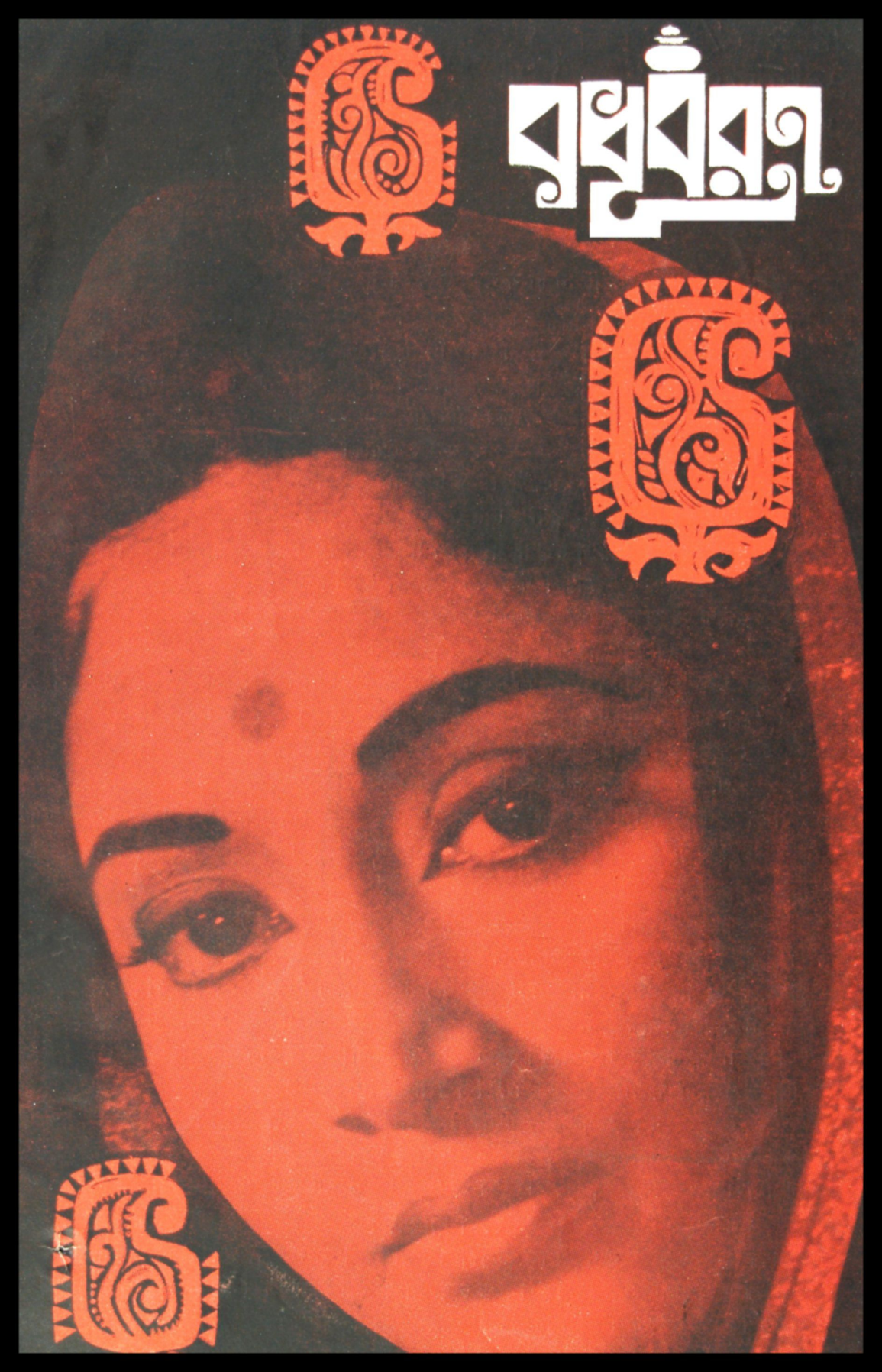

18.2.67.
Saturday
3 p.m.

ডি. এস, প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

বধূবরণ

পরিচালনা :
দিলীপ নাগ

সংগীত :
কমল দাশগুপ্ত

।। কাহিনী চিত্রনাট্য সংলাপ ও গীতরচনা : **শ্যামল গুপ্ত** ।।

চিত্রগ্রহণ : **সৌমেন্দু রায়** ॥ প্রধান সম্পাদক : **হরিদাস মহলানবীশ** ।। সম্পাদনা : **হরিনারায়ণ মুখার্জী** ।। শিল্পনির্দেশনা : **সত্যেন রায়চৌধুরী** ।। শব্দগ্রহণ : **নৃপেন পাল ও বাণী দত্ত** ।। পটশিল্প : আর, আর, সিন্ধে ।। সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুণঃযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ।। নৃত্য পরিকল্পনা : সুনীল ব্যানার্জী ।। রূপসজ্জা : মনোতোষ রায় ।। ব্যবস্থাপনা : **গোরা গুপ্ত** ।। স্থিরচিত্র : ক্যাপস ফটোগ্রাফী ।। পরিচয়লিপি : শ্রীশ: ।। প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত ।। প্রচার অঙ্কন : এস, স্কোয়ার ।। প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন** ।।

নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে : **গীতা দত্ত ।। মান্না দে ।। শ্যামল মিত্র ।। আরতি মুখার্জী ।। অরুণ দত্ত ও ফিরোজা বেগম** ।।

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : অমিত সরকার ও নির্মলেন্দু ভদ্র ।। সংগীতে : শৈলেশ রায় ও কুমারনাথ ।। সহকারী চিত্রগ্রাহক : পূর্ণেন্দু বসু ।। চিত্রগ্রহণে : দুর্গা রাহা, কেষ্ট মণ্ডল, নুর আলি ।। শিল্প নর্দেশনায় : রবীন চ্যাটার্জী ।। শব্দগ্রহণে : ঋষি ব্যানার্জী, অনিল নন্দন । সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুণর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জী ।। নৃত্যে : শিশু রংমহলের ছাত্রীবৃন্দ ।। সম্পাদনায় : কালীপ্রসাদ রায় ।। রূপসজ্জায় : পঞ্চু দাস, গৌর দাস ।। সাজসজ্জায় : বিশু দাস ।। ব্যবস্থাপনায় : অসিত বসু, অনিল দে ও লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত ।। আলোকসম্পাতে : সতীশ হালদার, দুখিরাম নস্কর, কেষ্ট দাস, বিষ্ণু ধর, রামখেলন, ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং, অনিল পাল, হরেন গাঙ্গুলী সুদর্শন দাস, সুধীর দাস, সন্তোষ মুখার্জী ও অভিমন্যু ।

রূপায়ণে : **প্রদীপকুমার ও গীতা দত্ত** (বোম্বে)

বিকাশ রায় ।। অভি ভট্টাচার্য ।। জহর রায় ।। জীবেন বসু ।। এন, বিশ্বনাথন ।। অমর গাঙ্গুলী (অতিথি) ।। **বীরেন চ্যাটার্জী ।। পঞ্চানন ভট্টাচার্য ।। রাজ দত্ত** ।। জে আর মজুমদার ।। শঙ্কর বসু ।। সুশীল দাস ।। লক্ষ্মণ প্রসাদ ।। সুধীর বসু ।। সরোজ মিত্র ।। নির্মল ঘোষ ।। **ভারতী দেবী ।। গীতা দে** (অতিথি) ।। **গীতালি রায় ।। মিতা দত্ত** ।। চিত্রা বাগচী ।। জয়শ্রী কর ।। মণিকা ঘোষ ।। শিবানী ব্যানার্জী এবং **রাখী ও অজয় বিশ্বাস** ।।

ক্যালকাটা মুভিটোন ও নিউথিয়েটার্স এক নম্বর ষ্টুডিওতে আর সি. এ ও ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দ-যন্ত্রে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটরীজে পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

সর্বশ্রী প্রকাশ চন্দ্র নান ।। অসিত চৌধুরী ।। শ্যামলাল জালান ।। তরুণ মজুমদার ।। সীতারাম সার্কসেরিয়া ।। বাগড়িজী । ডাচ হাউস । শ্রীশিক্ষায়তন (লর্ড সিনহা রোড) কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দ ।। কাশীপুর ক্লাব ।। এবং ইণ্ডিয়ান আর্ট এ্যাণ্ড মিউজিল কলেজ ।।

।। চিত্র পরিবেশনা : **চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ** ।।

কাহিনী

আন্তঃকলেজ সন্তরণ প্রতিযোগীতায় শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারিনী হ'ল শাশ্বতী রায়। কিন্তু সব আনন্দ তার নিভে গেল। প্রতিবারের মত এবারেও তার বাবা নির্মলেন্দু রায় মেয়ের সাফল্যের দর্শক হতে আসেন নি।

নার্সিং হোমে তখন নির্মলেন্দুকে ঘিরে ডাক্তার আর নার্সদের ভীড়।

বাবার অফিসের নব নিয়োজিত সেক্রেটারী শুভেন্দু চৌধুরী শাশ্বতীকে নিয়ে গিয়ে সেখানে হাজির করলো। শাশ্বতীর মা জয়ন্তীদেবীকে আগেই যে সেখানে নিয়ে গিয়েছে।

বাবা, মা আর মেয়ে। তিনজনকে নিয়ে ছোট্ট একটা সুখের সংসার। এদের মাঝখানে শুভেন্দু নিষ্ঠায়, সততায়, কর্তব্যপরায়ণতায় নিজের আসন করে নিল। এম. কম. পরীক্ষা দিয়েছে সে। ফলাফল বেরুতে এখনো দেরী আছে। এই সময় হঠাৎ চাকরীটায় এক রকম জোর করেই ভাগ্য তাকে জুটিয়ে দিয়েছে।

শুভেন্দুর বাবা ডাক্তার আদিনাথ চৌধুরী রাঁচীতে প্র্যাক্‌টিস করেন। তিনি এবং শুভেন্দুর মা সরমাদেবী তাঁদের একমাত্র পুত্রকে নিয়ে নানান স্বপ্ন দেখেন। তাকে বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে পাঠাবেন। সুন্দরী সৎবংশজাতা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। নানা পরিকল্পনার জাল তাঁরা বোনেন। শুভেন্দুর এই চাকরী করাটা তাঁদের বিশেষ অপছন্দ।

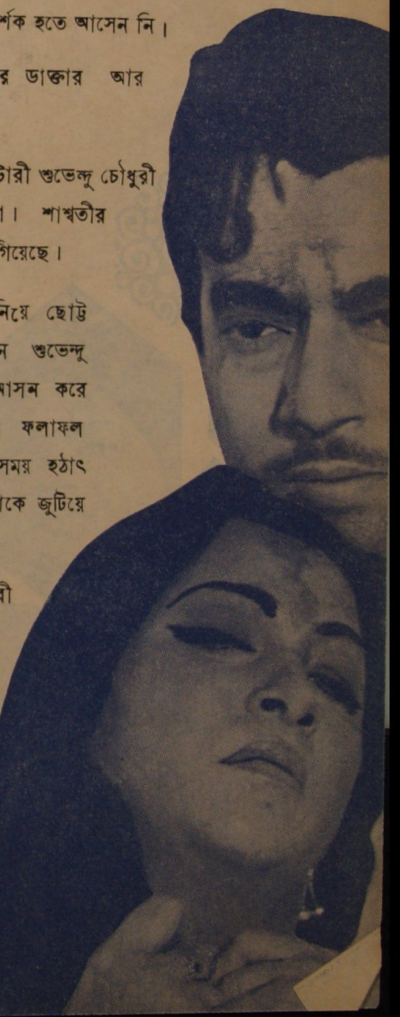

পরীক্ষায় শুভেন্দুর সাফল্যের খবর বেরুলো। বহুদিন ঘরছাড়া ছেলেকে, আশীর্বাদ করার জন্যে মা ছুটে এলেন রাঁচী থেকে। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু, ততদিনে শাশ্বতী শুভেন্দুর জীবনে অনেকটা স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

সরমা শাশ্বতীকে দেখলেন, মুগ্ধ হলেন, পরিচয় জেনে সংকল্পও করে ফেললেন। আদিনাথ চৌধুরী নাকি নির্মলেন্দু রায়ের বাল্যবন্ধু। বন্ধুত্বের খাতিরে সব বাধা সরে গিয়ে শুভেন্দুকে আর শাশ্বতীকে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ করা কি যাবেনা ?

সংবাদ পেয়ে ডাঃ আদিনাথ চৌধুরী তখন ঊর্ধশ্বাসে রাঁচী থেকে ছুটে এসে ভাবী বরবধূর মাঝখানে কেন অমন নিষেধের প্রাচীর তুলে দিতে চাইলেন ?

শাশ্বতীর মা-ই বা কেন তাঁকে দেখে আত্মগোপন করলেন ?

নির্মলেন্দুকে কেন আঠারো বছরের অতীতের জের নতুন করে টানতে হল ?

অমিতাভ রায় কে ? অনুকূল চৌধুরীই বা কে ?

নারীত্ব বড় না মাতৃত্ব বড় ?

কর্তব্য বড় না সত্যভাষণ বড় ?

বন্ধুত্ব বড় না আত্মত্যাগ বড় ?

সব প্রশ্নের চমকপ্রদ নাটকীয় উত্তর রূপালী পর্দায়।

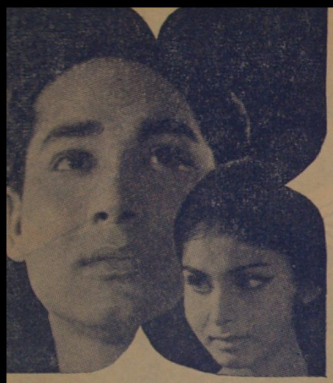

সংগীত

(১)

কণ্ঠ : আরতি মুখোপাধ্যায়
ফিরোজা বেগম ও অরুণ দত্ত

বল গো ? আমি কে ?
এই আমি এই দেহ না আর কিছু
না আর কেহ
বল গো—আমি কে ?
কোথায় এসেছি—কেন যে এসেছি—
কোথায় যাবো
কার কাছে গেলে এই সত্যের সন্ধান পাবো
বল গো—আমি কে—আমি কে ?

সত্যকাম—সত্যকাম—সত্যকাম
বেলা বয়ে যায় ঘরে ফিরে আয়
সত্যকাম—

গুরুদেব জ্ঞানহীনে ত্রাণ কর
শ্রীচরণে আশ্রয় দান কর
গুরু আশ্রমে যাবো আমি অনুমতি দাও
মাগো, অনুমতি দাও।

ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবারে আমি চাই
গুরু-বিনা তার উপায় তো মাগো নাই
অনুমতি মোরে দাও—

তবে যাও—যাবে যদি তবে যাও—

কি গোত্র তব কি তোমার পরিচয়
জননীরে তুমি আগে তা শুধায়ে এসো—

ব্রাহ্মণ বিনা ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবার কারো আর—
নাহি নাহি নাহি অধিকার—

জানি না গোত্র তোর জানি না পিতার নাম—
পৃথিবীতে তোর এই শুধু পরিচয়
জবালাপুত্র তুই, নাম তোর সত্যকাম।

বল হে বৎস—বল তব পরিচয়—

আমার গোত্র জননীর নাহি জানা
কহিলেন তিনি যৌবনে কারো ভবনে
ছিলেন কমরতা—
সেই কালে মোরে পেয়েছেন নিজ ক্রোড়ে
জবালাপুত্র সত্যকামের আর নাহি পরিচয়।

ধন্য সত্যকাম—
সেই ব্রাহ্মণ সত্যে যাহার
অবিচল থাকে মতি—
তোমার নয়নে উদ্ভাসে যেন
ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতি
ধন্য সত্যকাম—ধন্য সত্যকাম—

(২)

কণ্ঠ : শ্যামল মিত্র ও
আরতি মুখোপাধ্যায়

মন হারালো কোথায় ওগো কে জানে
কার ঠিকানা পেলো সে এতদিনে
কোন অলখ ডোরে তারে কে টানে
মন হারালো কোথায় ওগো কে জানে।

পাখি এলো নীড়ে তরী এলো তীরে
প্রদীপের পথ চিনে পথিকেরা ফিরে
সে পথ ভোলারে ফিরায়ে কে আনে
কে আনে মন
হারালো কোথায় ওগো কে জানে।

আমারে নিয়ে সে খেলে সারাবেলা
কত সুরে ঝরা ভাবে ভরা খেলা
সে কি দূরে আছে না সে কারো কাছে
অধরের কূলে দুলে হাসিটুকু যাচে
আঁখি খোঁজে তারে আপন কে মানে
কে মানে
মন হারালো কোথায় ওগো কে জানে।

(৩)

কণ্ঠ : গীতা দত্ত (বম্বে)

আমরা আলোর শিশু—
ও আঁধার যা চলে যা চলে যা—
মোদের সুরে সুরে—সুর মিলিয়ে
ও পাখী গা গান গা গান গা
আমরা আলোর শিশু—

নদীর ঢেউয়ের তালে তালে তালি দিয়ে—
মোরা নেচে বেড়াই ফুলের হাসি নিয়ে
মিষ্টি ভালবাসায় মোদের টানে
টানে তাই যে মাটির মা—
ও আঁধার ঘা চলে যা চলে যা
আমরা আলোর শিশু—

আমাদের ছোট্ট বুকে ঘুমিয়ে থাকে
অনেক বড় আশা—
তারা নতুন দিনের ঘুম ভাঙিয়ে
স্বপ্নকে দেয় ভাষা—
দুষ্টু মোদের চোখের চাওয়া নিয়ে
ওরে, ও আকাশ চা
ও আঁধার যা চলে যা চলে যা—
আমরা আলোর শিশু

(৪)

কণ্ঠ : মান্না দে

পৃথিবী প্রশ্ন করে কে আমার ঈশ্বর
বাতাস নীরব থাকে আকাশ নিরুত্তর।
স্বর্গের হাসি হেসে মানুষের অন্তর
তখন জবাব দেয় আমি জানি উত্তর।
পৃথিবী প্রশ্ন করে.....

মার বুকভরা স্নেহ বন্ধুর ভালবাসা
শিশুর মুখে হাসি তরুণ প্রাণের আশা।
সেই তো সত্য শিব সেই মোর সুন্দর
আত্মার আত্মীয় সেই পরমেশ্বর।
পৃথিবী প্রশ্ন করে.....

হৃদয়ের স্পন্দনে মোর প্রতি নিশ্বাসে
অটল প্রতিজ্ঞায় অবিচল বিশ্বাসে।
সে আমার পূর্ণতা নির্ভয় নির্ভর
তারি যে আশীর্বাদে আমি অবিনশ্বর।

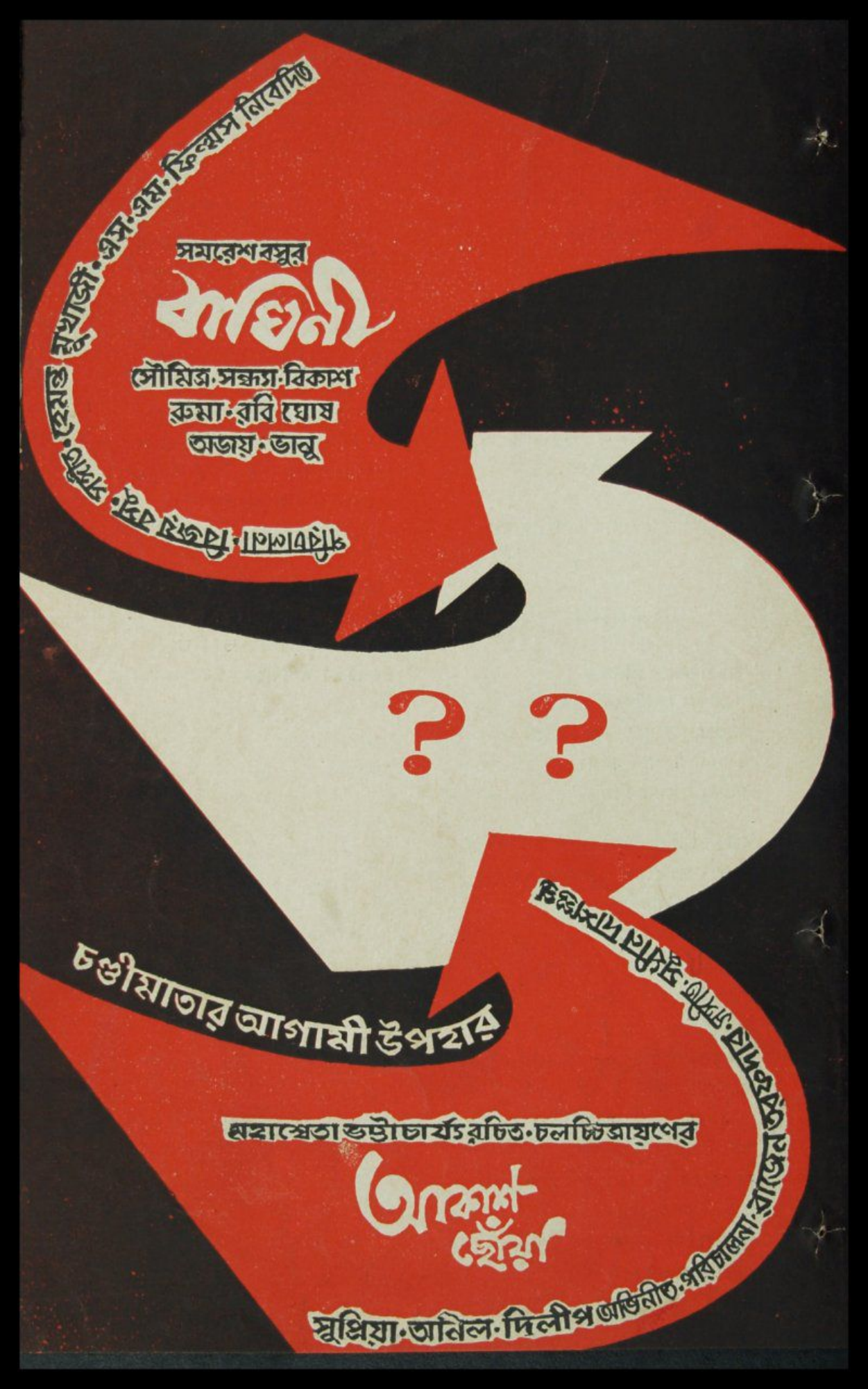

পরিচালনা·বিজয় বসু·সঙ্গীত·হেমন্ত মুখার্জী·এস·এম·ফিল্মস নিবেদিত
সমরেশ বসুর
বাঘিনী
সৌমিত্র·সন্ধ্যা·বিকাশ
রুমা·রবি ঘোষ
অজয়·ভানু
??
চণ্ডীমাতার আগামী উপহার
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য রচিত·চলচ্চিত্রায়ণের
আকাশ ছোঁয়া
সুপ্রিয়া·আনিল·দিলীপ অভিনীত·পরিচালনা·রাজেন তরফদার·সঙ্গীত·সুধীন দাশগুপ্ত